যুগান্তর

14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সিলেটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছেড়ে যাচ্ছে ছাত্রদল ক্যাডাররা

সহাবস্থানের নির্দেশ ছাত্রলীগের

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

কোন প্রকার উস্থানি ছাড়াই সিলেটের সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পালাতে শুরু করেছে ছাত্রদল ক্যাডাররা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও সিলেট সরকারি কলেজের সব হল থেকে ইতিমধ্যে ছাত্রদল ক্যাডাররা পালিয়েছে। আবাসিক হলসহ ক্যাম্পাসের কোথাও তাদের দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও এমসি কলেজ, সিলেট সরকারি কলেজ, মদন মোহন কলেজ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রদল ক্যাডাররা পালাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনে মহাজোটের বিজয়ের পর থেকেই ওই ক্যাডাররা চলে যাওয়া শুরু করে। ছাত্রদলের চিহ্নিত ক্যাডাররা হল ত্যাগ করায় ক্যাম্পাসে স্বস্তি ফিরে এসেছে। বিগত সাত বছরে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের লাগামহীন চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শিক্ষার্থীরা। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, নেতার শাহাদাত দিবস, নেত্রীর জন্মদিন, তারেক রহমানের জন্মদিনসহ কারণে-অকারণে সাধারণ শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করত তারা। এ টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করতে গিয়ে নিজেরাই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। পাশাপাশি ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের কারণে-অকারণে মারধরসহ ছাত্রদলের একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক উত্তেজনা ছিল ক্যাম্পাসগুলোতে। ছাত্রদল ক্যাডাররা পালিয়ে গেলেও সিলেটের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবির ক্যাডাররা এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে। বিগত সাত বছরে এ সংগঠনের চিহ্নিত ক্যাডাররা ক্যাম্পাসগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ চালালেও জাতীয় নির্বাচনে চার দলের ভরাডুবির কারণে এখন তারা ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলগুলোতে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি গোলাম সারোয়ার কবির যুগান্তরকে জানান, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল-শিবির ক্যাডাররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল ছাত্রলীগকে তা থেকে বিরত হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বলা হয়েছে। ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে আশাবাদী। শাবি ছাত্রলীগ নেতা সৌমিত্র সিংহ দাস, শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন, আসাদুজ্জামান আসাদ, নাঈম হাসান, মাসুদ হাসান আরিফ জানান, শাবি'র দুটি

ক্যাডাররা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ক্যাডাররা : ছাত্রদলের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আবাসিক হলে ছাত্রদল ক্যাডাররা বিনা উস্থানিতে পালিয়ে গেছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে হলে উঠতে চান তারা। ওসমানী মেডিকেল কলেজের সভাপতি ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী মারুফ জানান, বিগত সাত বছরে ছাত্রদল ক্যাডাররা কেন্টিন, লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম কোনকিছুই ব্যবহার করতে দেয়নি ছাত্রলীগকে। হলে উঠানোর কথা বলে ছাত্রদলের ক্যাডাররা এক-একজনের কাছ থেকে ১০/১৫ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করত। মহাজোটের বিজয়ের পর ছাত্রদলের এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসী ৪টি হল থেকেই বিনা উস্কানিতে পালিয়ে গেছে। তিনি বলেন, এবার সময় এসেছে হলগুলোতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি হল থেকে ছাত্রদল ক্যাডাররা পালাতে শুরু করলেও এ মুহূর্তে ক্যাম্পাসে কোন উত্তেজনা নেই। এমসি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম সিদ্দিক টিপু জানান, ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ-শিবির সহাবস্থান করছে। সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি দেবাংশু দাস মিঠু জানান, কলেজের একমাত্র ছাত্রাবাসে কোন ছাত্রদল নেতাকর্মী নেই। ক্যাম্পাসেও তাদের দেখা যায় না। মদন মোহন কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি অরুণ দেবনাথ সাগর জানান, গত সাত বছরে ছাত্রদল-শিবির ক্যাডারদের দাপটে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি। এবার ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্রলীগ নেতা ফরহাদ উদ্দিন জানান, ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারণে ক্যাম্পাসে সৃষ্ট ধারার রাজনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছিল।